খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)
Editor - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-1 ● Issue-20 ● Bardhaman ● 30 March, 2024 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Publisher - Israil Mallick

এক নজরে

- ''পশ্চিমবঙ্গে মোদীর গ্যারান্টি বলে কিছু নেই'', বিজেপিকে নিশানা করে তীব্র কটাক্ষ করলেন সায়নী ঘোষ।
- রাজ্যের মন্ত্রী তথা বোলপুরের তৃণমূল বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহার বাড়ি থেকে নগদ ৪১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করল ইডি।
- মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র থেকে লড়াই করবেন সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিম।
- তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।
- বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।
- বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী অসীম সরকার।
- আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী অরূপকান্তি দিগার
- প্রয়াত অভিনেতা পার্থ সারথি দেব।
- টাকার বদলে প্রশ্ন মামলায় প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর কলকাতার বাড়িতে হানা দিল সিবিআই।
- পূর্ব বর্ধমানের নতুন জেলা শাসক হলেন কে রাধিকা আয়ার।বীরভূমের নতুন জেলা শাসক হলেন শশাঙ্ক শেঠি, ঝাড়গ্রামের নতুন জেলা শাসক হলেন মৌমিতা গোদারা বসু,পূর্ব মেদিনীপুরের নতুন জেলা শাসক হলেন জয়শী দাশগুপ্ত।
- আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করল ইডি।
- রচনা ব্যানার্জি বলছেন,হুগলিতে এত কারখানা হয়েছে চিমনি থেকে শুধু ধোঁয়া বেরচ্ছে। অন্ধকার রাস্তাঘাট।সত্যিই কি হুগলিতে এত কারখানা হয়েছে যে রচনা ব্যানার্জি শুধু ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছেন !
- বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ড।ভারতের স্থান ১২৬ নম্বরে।ভারতের থেকে বেশি সুখী পাকিস্তান,রয়েছে ১০৮ নম্বরে। বিশ্ব সুখ দিবস,রাষ্ট্রসংঘ প্রকাশ করল এই তালিকা।
- কয়লা পাচার সংক্রান্ত মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ জুলাই পর্যন্ত অভিষেক ব্যানার্জিকে ডাকতে পারবে না ইডি,জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট।
- স্কুলে ক্লাস নিতে নিতে মোবাইল ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারবেন না শিক্ষক শিক্ষিকারা,ফের নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দিল স্কুল শিক্ষা দপ্তর।
- নির্বাচন কমিশনের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হুগলি জেলার বিভিন্ন ব্লকে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে যুক্ত করা হচ্ছে পঞ্চায়েতের অস্থায়ী চুক্তি ভিত্তিক কর্মীদের,অভিযোগ।
- জিও নেটওয়ার্কের অবস্থা খুবই খারাপ।দিন দিন যেন কোমায় চলে যাচ্ছে।কাস্টমার কেয়ারে ফোন করলে 'কয়েক দিনের মধ্যেই সমস্যা মিটে যাবে'

(এরপর চারের পাতায়)

গার্ডেনরিচ কান্ডের ছায়া বর্ধমানে ! পৌরসভা এলাকায় বেআইনি বহুতল ঘিরে বিপদের আশঙ্কা শহরবাসীর মধ্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা,বর্ধমান - কলকাতার গার্ডেনরিচ এলাকার পর এবার বর্ধমান পৌরসভা এলাকায় নিয়ম বর্হিভূতভাবে বহুতল গড়ে উঠা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লো। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মদতে কয়েক বছর ধরে গড়ে উঠা ওই সব বহুতল চরম বিপদ ডেকে আনতে পারে। এমনটাই দাবি সাধারণের। এতদিন না হলেও কলকাতার ঘটনার পর জীবনহানির আশঙ্কায় সরব সব পক্ষই। তবে প্রধান বিরোধী দল এ ব্যাপারে সরব না হলেও কংগ্রেস নেতানেত্রীরা একজোট হয়ে এই ঘটনায় ব্যাপক আন্দোলন শুরু করলো। শুক্রবার ২২ মার্চ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বিক্ষোভে সামিল হলেন কংগ্রেস নেতানেত্রীরা।

বর্ধমান শহর ও লাগোয়া এলাকায় বেআইনি নির্মাণ ও পুকুর ভরাট করে বহুতল গড়ে তোলার ব্যবসা অনেক দিনের। প্রায় এক

বর্ধমান শহরের মাঝে এ ভাবেই তৈরি হচ্ছে বহুতল।

দশকের বেশি সময় ধরে এ শহরে বেআইনি বহুতল ও নির্মাণ ঘিরে একাধিক অভিযোগ উঠেছে।সবই ধামাচাপা পড়ে গেছে। তৃনমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর বেআইনি নির্মাণের সংখ্যা বেড়েছে।কিন্তু এই অভিযোগের পাশাপাশি শাসকদলের এক শ্রেনীর নেতানেত্রীরা বরাবরই এই ঘটনায় সরব হয়েছেন। এখনও কয়েকটি নির্মাণ নিয়ে নাম না করে সরব দলের নেতানেত্রীরা। এসবের মধ্যে অবশ্য বেআইনি নির্মাণ বা নিয়ম বর্হিভূত কাজ বন্ধ নেই। এ নিয়ে শহরের লোকজনও সরব।তবে প্রভাবশালীদের প্রভাবে বন্ধ থাকা কাজকর্ম আবার শুরু হয়ে যায়। বহুতলের গোপন ছাড় পত্র দেওয়ার জন্য জমির চরিত্র বদল,পুকুর ভরাটের ভুরি ভুরি অভিযোগ বর্ধমানে।সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি নির্মাণ ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছেন শহরের বাসিন্দারা। বিশেষ করে গার্ডেনরিচ কান্ডের পর ওই সব নির্মান যে ভবিষ্যতে বড়ো ধরনের বিপদ ডেকে আনতে চলেছে সে নিয়ে রাজনৈতিক ভাবে সরব কংগ্রেস। এর আগে বেআইনি পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে সরব হয় সিপিএম তথা বাম নেতৃত্ব।

গার্ডেনরিচ কান্ডের পর শহরের প্রানকেন্দ্রে কয়েকটি বহুতল নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। আর এ নিয়ে ভিতরে ভিতরে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতানেত্রীরাও সরব। জেলখানা মোড় এলাকায় একটি বহুতল ও মার্কেট কি ভাবে গড়ে উঠেছে সে প্রশ্ন সামনে এসেছে।আবার সদ্য গড়ে উঠতে চলা অনিতা সিনেমা হল কিভাবে বহুতলের অনুমোদন পেল সে প্রশ্নও আছে।কারন গলিতে ঢোকার মুখ এতটাই সরু যে সেখানে কোনো বড়ো গাড়ি যাবে না। তাহলে সেখানে দমকলের গাড়ি যাবে কি করে? বড়ো কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে কি ভাবে সামাল দেওয়া যাবে ? এ সব প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করছে শহরবাসীর মধ্যে।বিসি রোডে বহু পুরনো একটি মার্কেট ভেঙে আটতলা বহুতল

(এরপর দুয়ের পাতায়)

প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই বর্ধমান- দুর্গাপুর আসনে প্রচার তুঙ্গে বামেদের

নিজস্ব সংবাদদাতা,বর্ধমান -- দেরিতে হলেও বর্ধমান - দুর্গাপুর লোকসভা

কেন্দ্রে বাম তথা সিপিএম তাদের প্রার্থী ঘোষনা করলো। এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুকৃতি ঘোষাল। শনিবার প্রার্থীর নাম ঘোষনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচারের কাজ শুরু হয়েছে। রবিবার ছুটির দিন কাজে লাগিয়ে পুরোদমে মিছিল,পথসভা ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারে নেমে পড়েছেন বাম নেতৃত্ব। এবারের নির্বাচনে বামেদের এই প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস। ফলে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোটের প্রার্থী হিসাবে লড়াইয়ের ময়দানে অধ্যাপক সুকৃতি ঘোষাল।

একটু দেরিতে হলেও শেষমেষ বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে বাম ও কংগ্রেস জোটের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয় শনিবার। বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে সিপিএমের প্রার্থী সুকৃতি ঘোষাল শিক্ষাবিদ হিসাবে সুপরিচিত। সুকৃতি ঘোষাল বর্ধমান মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। শিক্ষাবিদ হিসাবে সুপরিচিত সুকৃতি ঘোষালের নাম ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই সিপিএম সমর্থকেরা শনিবারই মিছিল করতে নামেন। শহর বর্ধমানে শনি ও রবিবার বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থীর নাম নিয়ে দেওয়াল লিখন শুরু হয়। বর্ধমান শহরে দু'দিনই প্রার্থীর সমর্থনে মিছিলের আয়োজন করা হয়। শহরের অদূরে দেওয়ানদিঘি থেকে হাটুদেওয়ান পর্যন্ত বড়ো ধরনের মিছিল করে বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। মিছিল থেকে শিক্ষা,সম্প্রীতি, সংবিধান

(এরপর চারের পাতায়)

সর্বভারতীয় গেট পরীক্ষায় প্রথম বর্ধমানের ছাত্র রাজা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান - সর্বভারতীয় গেট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করলো বর্ধমান শহরের ছাত্র রাজা মাজি। চলতি বছর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উচ্চশিক্ষার প্রবেশিকা পরীক্ষা 'গ্রাজুয়েট আপটিটিউট টেস্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং' বা গেট-এ প্রথম হয়েছে সে। বর্ধমান শহরের খালুইবিলুই মাঠ এলাকার বাসিন্দা রাজার এই সাফল্যে উচ্ছসিত সকলেই। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল থেকে ২০১০ সালে মাধ্যমিক পাশ করে রাজা। এরপর যাদবপুর

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১৬ সালে

(এরপর চারের পাতায়)

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন সেলফি প্রতিযোগিতায় প্রথম - দিয়া মজুমদার,বাড়ি - আকনাপুর, তারকেশ্বর, হুগলি।

সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তার এই হাল ! নেই কোনো যথাযথ নিকাশি ব্যবস্থা। নজর নেই কারো। খানপুর জৌগ্রাম এলাকার ছবি।

KHABOR SOJASUJI Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

খবর সোজাসুজি

Volume-1 ● Issue-20 ● 30 March, 2024

ভোট উৎসব

লোকসভা ভোটের দামামা বেজে গেছে।সারাদেশে এবারে সাত দফায় হতে চলেছে নির্বাচন। আড়াই মাস ধরে চলবে ভোট উৎসব। ১৬ মার্চ ভোট ঘোষণার সাথে সাথে সারাদেশে লাগু হয়েছে নির্বাচনী আদর্শ বিধি। ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া,শেষ হবে ১ জুন। দেশের ২২টি রাজ্যে একদফায় ভোট হলেও কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উত্তর প্রদেশে ভোট হবে সাত দফায়। তামিলনাড়ুতে ৩৯টি লোকসভা আসন থাকলেও সেখানে ভোট এক দফায়,আর পশ্চিমবঙ্গে ৪২টি আসনের জন্য এক বা দু'দফায় নয়,ভোট সাত দফায় ! এতে অনেকেই ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছেন। এদিকে আবার ভোটের দামামা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আসরে নেমে পড়েছে। প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে হাজির একেবারে আপনার দুয়ারে। তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন পরিযায়ী পাখির মতো।পাঁচ বছর দেখা নেই। ভোট এলেই হাজির আপনার দুয়ারে। আপনার ভালো করার জন্য যেন তার চোখে ঘুম নেই। মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যাচ্ছে। এই সব মানুষদেরকে আপনার অভিজ্ঞতা দিয়ে চিনতে হবে। আপনার একটা ভুল আগামী পাঁচ বছরের জন্য আরও বাড়িয়ে দিতে পারে আপনার জীবন যন্ত্রণা। তাই ভোট নিয়ে আমাদের আরও সচেতন হওয়া দরকার। ভোট দেওয়ার আগে সর্বাগ্রে ভাবতে হবে কাদের হাতে দেশ চালানোর দায়িত্ব দিলে সুরক্ষিত থাকবে দেশের নিরাপত্তা, কারা ভাববে আপামর জনসাধারণের জীবন জীবিকার কথা,বেকার যুব সমাজের কথা, চাষীভাইদের কথা,কাকে ভোট দিলে পার্লামেন্টে গিয়ে তুলে ধরবে আপনার দৈনন্দিন জীবন যন্ত্রণার কথা,সে সব দিক বিবেচনা করেই ভোট উৎসবে অংশ গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে ভোট আপনার অধিকার। আর এই অধিকারের সঠিক প্রয়োগ সূচনা করবে একটি নতুন ভোরের।তাই দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসুন। ভোট উৎসবে অংশ গ্রহণ করুন। আপনার অধিকার প্রয়োগ করুন। দেশকে সঠিক পথে চালাতে সঠিক প্রার্থী নির্বাচন করুন।

(প্রথম পাতার পর) ## গার্ডেনরিচ কান্ডের ছায়া বর্ধমানে

নির্মাণের কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেছে।কোন এক প্রভাবশালীর জন্য এই বহুতলের অনুমোদন মিলেছে বলে দাবি বিরোধীদের।এছাড়াও রাধানগর পাড়া, খোসবাগান, বহিলাপাড়া,ইছলাবাদ,বড়বাজার, নীলপুরের একাধিক ঘিঞ্জি এলাকায় একের পর এক বহুতল গড়ে তোলা হয়েছে বলে অভিযোগ।বেশিরভাগ ভাগ ক্ষেত্রে ন্যূনতম জায়গা ছাড় না দিয়ে বহুতল বা ফ্লাট নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ ভুরি ভুরি।সবচেয়ে মারাত্মক অভিযোগ,এ গুলোর মধ্যে কয়েকটির ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম মানা হয়নি বলে অভিযোগ।এমনকি সূত্রের খবর,পৌরসভার অডিটের সময় এ নিয়ে প্রশ্ন রয়েই গেছে।শহরে গড়ে উঠা বহুতলের উচ্চতা নিয়ে পৌরসভার ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি, এ অভিযোগও আছে। এবারের পৌরসভা নির্বাচনের আগে বোর্ড চালায় প্রশাসক। আর তখনই উঠে আসে নির্বাচিত সদস্যদের আমলে কি ভাবে অনিয়ম ঘটেছে। তবে পার্কিং না থাকা, জায়গার ছাড় না দেওয়া, নিয়ম না মেনে ফ্লোর গড়ে তোলা নিয়ে পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার সতর্ক থাকবেন বলে জানিয়েছেন। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি ওয়ার্ডে পুকুর ভরাটের ঘটনায় চেয়ারম্যান সরেজমিন গিয়ে বন্ধ করেছেন। অন্যদিকে এক প্রভাবশালী নেতার জন্যই একাধিক বেআইনী কাজ হয়েছে বলে দাবি শাসকদলের বেশিরভাগ নেতার। একই সঙ্গে কংগ্রেস নেতারা পুকুর ভরাটের ও বেআইনি বহুতল গড়ে তোলার বিষয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা এআইসিসির সদস্য অভিজিৎ ভট্টাচার্য, যুব নেতা গৌরব সমাদ্দার বলেন, আমরা এর শেষ দেখতে চাই। এদিনই তারা দিনের পর দিন গড়ে উঠা বেআইনি বহুতল নিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। বেআইনিভাবে গড়ে উঠা বহুতলের তালিকা প্রকাশ করেছেন তারা। আগামী দিনেও আন্দোলন জারি থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

নিজের কানটি মলি

বিজন দাস

শোন রে মশা শোন ভাইরাস
তোদের কে আজ বলি,
মানুষজনের বোকামিতে
নিজের কানটি মলি।
নানা রকম কামান দেগেও
যায়নি তোদের মারা,
তোদের নিকেশ করতে গিয়ে
আমরা দিশেহারা।
তোদের সঙ্গে লড়াই করে
উঠছি না কো পেরে,
নত মাথায় নিচ্ছি মেনে
আমরা গেছি হেরে।
আমরা মানুষ নই সচেতন
নাই পরিণাম বোধ,
জীবন দিয়ে ভুলের মাশুল
করছি পরিশোধ।
দেশখানা আর মনখানা যে
আবর্জনায় ভরে,
উড়ছে মানুষ পুড়ছে মানুষ
মারণ রথে চড়ে।
তার উপরে তাদের মেরে
কি আর হবে গতি,
রোগ ছড়িয়ে মানুষ গুলোর
ঘটাসনি দুর্গতি।
ক্ষমা করে দে আমাদের
নানা দোষের ঝাঁকে,
নিজের ভালো না বোঝা এই
মানুষ জাতিটাকে।

এক ছোবলেই ছবি !!

পার্থ পাল

চম্পা সব নিয়ম ঠিকঠাকই মেনেছিল। ও জানতো বিষধর সাপে কামড়ালে ছয় ঘন্টার মধ্যে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। তাই ওর বরকে সেদিন পদ্মগোখরোয় কাটার পর প্রতিবেশীরা ওকে ওঝাবাড়ি যাওয়ার পরামর্শ দিলেও ও হাসপাতালই যায়। চিকিৎসকরাও দ্রুত চিকিৎসা শুরু করেন। চম্পার স্বামী তপনকে এন্টিভেনোম দেওয়া হয়। তবুও...

কেন বাঁচলো না তপন? জানতে হলে সাপ সম্পর্কে জানা জরুরি। সাপ সরীসৃপ অর্থাৎ বুকে হেঁটে চলে। এরা শীতল রক্তের প্রাণী। তাই সারাটা শীতকাল এরা আপাত গরম জায়গায় ঘুমিয়ে থাকে। যাকে বলে 'শীতঘুমে'-এ থাকা। শীত সহ্য করতে পারে না বলে শীত প্রধান মহাদেশ যেমন আন্টার্টিকা এবং দেশ যেমন আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, গ্রীনল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ডে সাপ নেই। সাপেদের যত বাড়বাড়ন্ত এই নিরক্ষীয় এলাকায়। সারা পৃথিবীতে মোট তিন হাজার প্রজাতির সাপ আছে। যাদের মধ্যে ছ'শ প্রজাতির সাপ বিষধর। যাদের মধ্যে আবার মাত্র দু'শ প্রজাতির সাপের বিষে মানুষের ক্ষতি হতে পারে।

আমাদের দেশে তিনশ প্রজাতির সাপের মধ্যে বাষট্টি প্রজাতির সাপ বিষধর। তাদের মধ্যে চারটি সাপ ভয়ংকর। যাদের একসাথে ডাকা হয় বিগ ফোর নামে। এরা হলো চন্দ্রবোড়া, বোড়া, কালাচ আর কেউটে। বসন্তকাল শেষ হয়ে গ্রীষ্ম শুরু হলেই আশেপাশে দেখা মেলে এদের। দীর্ঘ শীতের উপবাস শেষে এরা এই সময় ভীষণ রকম ক্ষুধার্ত

থাকে।এদের খাবার মূলত ইঁদুর, ব্যাঙ, পোকা, পাখি ও পাখির ডিম। খাদ্য গরম না হলে এদের মুখে তা রোচে না। তাই শিকার করে জ্যান্ত অবস্থাতেই শিকারকে খেয়ে ফেলে এরা! সাপেরা মূলত মানুষকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু এদের সামনে অজান্তে মানুষ চলে এলে, তখন আত্মরক্ষা করতেই এরা ছোবল বসায়। বিষধর সাপের বিষ দাঁত থাকে দুটি। তাই সাপে কাটা রোগীর আঘাত পাওয়া জায়গায় দুটি দাঁতের চিহ্ন থাকলে বুঝতে হবে সাপটি বিষধর। অন্যদিকে চিতি, ঢেমন, দাঁড়াশ, হেলে এবং ঢোঁড়ার মত বিষহীন সাপে কামড়ালে দাঁতের সারির চিহ্ন দেখা যায়।

বিষধর সাপের কামড়েও সব সময় মৃত্যু হয় না। তার কারণ সাপের বিষের পরিমাণ এবং মাত্রার সময়ভিত্তিক হ্রাসবৃদ্ধি হয়। তবে আঘাত পাওয়া স্থানে দুটি দাঁতের চিহ্ন দেখলে হাসপাতালই একমাত্র গন্তব্য হওয়া উচিত। কেবল জেনে যেতে হবে সাপটি কোন প্রজাতির - কেউটে না কালাচ? হাসপাতালে এন্টিভেনোম মজুত থাকে। সঠিক অ্যান্টিভেনোম প্রয়োগ করলেই রোগী বেঁচে যায়।

তবে তপন বাঁচলো না কেন! বিরাট দেশ ভারতবর্ষে এক প্রজাতির সাপেরও চরিত্র ভিন্ন রকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গের পদ্মগোখরোর বিষ নিউরোটক্সিক অর্থাৎ তা নার্ভ বা স্নায়ুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অন্যদিকে অরুণাচলপ্রদেশের পদ্মগোখরোর বিষ ক্ষতি করে দেহের কোষ-কলাকে (সাইটোটক্সিন)। তাই ওই রাজ্যের সাপের অঞ্জান্টিভেনোম কাজ করেনি এ রাজ্যে। তাই তপন বেঁচে ফেরেনি।

এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে এই দেশে। তা রুখতে আছে উন্নত প্রযুক্তি। সাপের বিষ লঘু করে প্রথমে ঘোড়াকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। তখন ঘোড়ার রক্তে অঞ্জান্টিবডি তৈরি হয়। সেই অ্যান্টিবডি থেকে বিজ্ঞানীরা অঞ্জান্টিভেনোম তৈরি করেন। মুম্বাইয়ের হফ্কাফকিন ইনস্টিটিউট অঞ্জান্টিভেনোম তৈরি করার সরকারি প্রতিষ্ঠান। তাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন প্রদেশ-ভিত্তিক সাপের থেকেই বিষহর তৈরি করতে। তখন আর এমন দুর্ঘটনা ঘটবে না। কেউই আর এক ছোবলে ছবি হবে না।

চিত্রা শালিকের কথা

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

আমাদের দেশে যে কয়েকটি শালিক গোত্রীয় পাখি দেখা যায় চিত্রা বা তেলে শালিক তার মধ্যে সবচেয়ে বিরলতম।এদেরকে ইংরেজীতে Common starling বলা হয়।এরা দন্ডচারী বর্গের অন্তর্গত সারিক বংশের একটি প্রজাতি। জলের কাছাকাছি স্যাঁতস্যতে ঘাসের বা উন্মুক্ত কৃষি জমিতে,খালবিলের আশেপাশে ঝোপঝাড়গুলিতে এদের অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে দেখা যায়। সবসময় দলবেঁধে চলাফেরা করতে দেখা যায়। সাধারনত ছোট বা বড় দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। দলের একজন স্থান ত্যাগ করলে অন্যরাও তা অনুসরণ করে অন্যত্র চলে যায়। আচার আচরণে অনেকটা আমাদের পরিচিত সাধারন শালিকের মত।

এদের দুর থেকে দেখলে কুচকুচে কালো রংয়ের মনে হয়,কিন্তু কাছে গেলে এদের পালকের রং পরিস্কার বোঝা যায়। পাখিটির গায়ে রোদ পড়লে ধাতব সবুজ ও তার উপর প্রতিটি পালকের আগায় সাদাটে ছিট পরিস্কার দেখা যায়। মাথা ও গলায় একটু বেগুনী আভা রয়েছে। খুব ঠান্ডার সময় চঞ্চুং কালো ও পরে হলুদ বর্ণ ধারণ করে, পা কালচে হলুদ এবং চোখ কালো রংয়ের। পাখিটি প্রায় ৯ ইঞ্চি বা ২০ সেন্টিমিটারের মত লম্বা হয়।

এদের বাসস্থান মূলত উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায়,তবে গ্রীস্মকালে পরিযায়ী হয়ে ইউরোপে এবং শীতে এশিয়া ও আফ্রিকায় চলে আসে। বলতে গেলে বিশ্বব্যাপী এদের বিচরণ।ভারতে শীতকালে হিমালয় সংলগ্ন পাদদেশে পরিযায়ী হয়ে আসে।সাধারনত অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এখানে দেখা যায়। আমাদের রাজ্যে উত্তরবাংলাতে বেশি দেখা যায়।

এরা সাধারনত পোকামাকড় খায়,তবে এরা সর্বভুকও বটে, কেননা পোকামাকড়ের সাথে ফলমূলও খায়। প্রধানত কৃষকরা যেখানে জমি কর্ষণ করে বীজ বোনে সেখানে এদের বেশি দেখা যায়। এই আচরণ শুধু জমির কীটপতঙ্গ খাওয়ার জন্যই নয় কারণ তারা জমিতে বপন করা বীজ তুলেও খায়। পোকামাকড়ের লোভে কাদা খুঁচিয়ে নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি করাও এদের অভ্যাস। এরা কিন্তু নিয়মিত স্নান করে ও পালক খুঁচিয়ে নিজেদের পালক পরিস্কার ও উজ্জ্বল রাখে।

এদের রাত্রিকালীন আশ্রয়ে সমবেত হওয়ার আগে এরা ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাকার বৃত্ত তৈরি করে যা কিনা প্রায়শই প্রসারিত ও সংকুচিত হয়,তাছাড়া আকৃতি এবং গতিপথও পরিবর্তন করে। বসন্তে ডেনমার্কের দক্ষিন ; পশ্চিম জুটল্যান্ডে সূর্যাস্তের ঠিক আগে রাত্রিকালীল আশ্রয়ে লক্ষাধিক পাখিকে জমায়েত হতে দেখা যায়!

এদের প্রজননের আচরণটি খুব মজার। পুরুষরা সাধারণত একগামী হয়,তবে বহুগামীও হতে দেখা যায়। প্রথমত পুরুষরা সঙ্গী নির্বাচনের জন্য কোন একটি গহ্বরের খোঁজ করে। সঙ্গীনীকে আকৃষ্ট করার জন্য বাসা তৈরির কাজ শুরু করে ও টাটকা সতেজ ফুল,লতা পাতা দিয়ে খুব সুন্দর করে বাসা সাজায়। পুরুষ পাখির বাসার সৌন্দর্য দেখে স্ত্রী পাখি পুরুষ পাখির গলায় বরমাল্য পড়িয়ে দেয়। আলংকারিক ভেষজ উপাদানগুলি সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে। অনেক গবেষক মনে করেন ইয়ারোর মত গাছের গন্ধ হয়তস্ত্রী পাখিকে আকর্ষণ করে। বাসা তৈরির সময় পুরুষ পাখি সঙ্গীকে আকৃষ্ট করার জন্য একনাগারে সুরেলা

কণ্ঠে গান গেয়ে য়ায় বিশেষত যখন স্ত্রী পাখি তার নির্মীয়মান বাসার কাছে আসে। জোড় বাধাঁর পর পুরুষ ও স্ত্রী পাখি উভয়েই বাসা বাধাঁর কাজ শেষ করে। যে কোন ধরনের গর্তে যেমন গাছে দালানে বা যেকোন ফাটলে এরা বাসা তৈরি করে। সাধারণত বাসা গর্তের ভিতরে খড়, শুকনো ঘাস ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয় যার ভিতরে নাইলিন হিসাবে থাকে পালক, পশম বা নরম কচি পাতা। বাসা তৈরি করতে চার-পাঁচ দিন সময় লাগে। ডিমে তা দেয়া,বাচ্চা প্রতিপালনে বাবা-মা উভয়েরই ভূমিকা থাকে। স্ত্রী পাখি কয়েকদিন ধরে চার থেকে পাঁচটি ডিম পাড়ে।ডিমে ১৩ দিন ধরে তা দেয়। এদের বছরে দুই থেকে তিন বার ডিম পারতে দেখা যায়। প্রায়শই এরা চিল বা বাজ জাতীয় পাখিদের শিকারে পরিনত হয়। তবে আশার কথা, বিশ্বব্যাপী এরা ভালো অবস্থাতেই আছে। কোন অস্তিত্বের সংকটে নেই।

KHABOR SOJASUJI Title Code : WBBEN16086 (Govt of India)
Declaration Memo No. 718/JM/XVIII/01/2023 (press) (Govt of W.B.)

গার্ডেনরিচ কান্ডে বিস্ফোরক নওসাদ সিদ্দিকী

নিজস্ব সংবাদদাতা -- গার্ডেনরিচে বেআইনি বহুতল বাড়ি ভেঙে পড়ার দায় কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এড়িয়ে যেতে পারেন না বলে মন্তব্য করলেন আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন,কিসের জন্য এরা জনপ্রতিনিধি হয়েছেন ? দু'বারের মেয়র এখন বলছেন যে বেআইনি বাড়ির তালিকা প্রস্তুত হচ্ছে।এতদিন করা হয়নি কেন? এটা শুধু দুঃখজনকই নয়,এটা লজ্জার বিষয়। তিনি বলেন, ঘটনার দায় থেকে হাত ধুয়ে না ফেলে অবৈধ নির্মাণকাজের বিরুদ্ধে অতি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।গার্ডেনরিচের ঘটনায় যিনিই দোষী তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হোক। তবে আইএসএফ বিধায়ক

এটাও আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে প্রমোটাররাজের এমন গাঁটছড়া বাঁধা আছে যে সত্যিই কোন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া বোধহয় এই প্রশাসনের পক্ষ সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পুকুর বুজিয়ে এই বেআইনি বাড়ি নির্মিত হচ্ছিল। এইরকমভাবে তাঁর বিধানসভা এলাকা ভাঙড়েও জলাভূমি বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে। এতে শুধুমাত্র পরিবেশের বাস্তুতন্ত্রই নষ্ট হচ্ছে না , পাশাপাশি ঐ এলাকার দরিদ্র মানুষগুলির রুজি রোজগার ও জীবনযাত্রা নষ্ট হতে বসেছে। এই নিয়ে বিধানসভায় তিনি একাধিকবার সরব হয়েছেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠিপত্র দিয়েছেন। কিন্তু সরকার উদাসীন থেকেছে। তিনি গার্ডেনরিচে ভেঙে যাওয়া বাড়ির পাশে ঝুপড়িবাসীদের উপযুক্ত আশ্রয় দেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করেছেন। তিনি বলেন, এখন রমজান মাস চলছে।আক্রান্ত পরিবারের অনেকেই উপবাস করছেন।অনেকেই আতঙ্কিত। এদের উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ সহ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক। তিনি স্থানীয় একটি হাসপাতালে গিয়ে আহতের সঙ্গে কথাও বলেছেন। তবে এলাকায় প্রেস ও গণমাধ্যমের ওপর যেরকম পুলিশি নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে তার তিনি কড়া নিন্দা করেন। এটা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ বলে মন্তব্য করেন তিনি। এভাবে দুর্ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার অপচেষ্টা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।

তেগাছিতে নাট্যোৎসব ও সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা -- দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা ফিল্ম এ্যান্ড থিয়েটার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক নাট্যোৎসব - ২০২৪, ষষ্ঠ বর্ষ অনুষ্ঠিত হলো। এর প্রতিষ্ঠাতা ড. বিভাস সরদার।সাউথ গরিয়ার তেগাছি মিলন মঞ্চ, কালী মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত ২২ - ২৪ মার্চ তিন দিনব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রবীণ সমাজসেবী তুলসীচরণ সরদার, বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক মুরারি মুখোপাধ্যায় ও নাট্য নির্দেশক ভদ্রা বসু। তুলসীচরণ বাবুর মতে, জীবনের রঙ্গমঞ্চে আমরা সবাই শিল্পী। নিঃস্বার্থভাবে আমাদের সমস্ত ভালো চিন্তা-ভাবনা, শ্রম দিয়ে সমাজসেবা করে যেতে হবে আজীবন। এবং মুরারিবাবুর মতে, থিয়েটার আমাদের বন্ধু তৈরি করে। একে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে হবে। এরফলেই একদিন সূর্যের ভোর, একদিন স্বপ্নের ভোর আসবে। এছাড়া উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশনায় ছিলেন প্রিয়াঙ্কা নস্কর। বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক সুরঞ্জন প্রামাণিক, নাট্য নির্দেশক পরিমল মণ্ডল,কবি দীপঙ্কর বৈদ্য, বিশ্বজিৎ নস্কর, শুচিস্মিতা মণ্ডল,চঞ্চল

মণ্ডল,ঝন্টু নস্কর প্রমুখ। উদ্বোধনী দিনে মঞ্চস্থ হয় প্রত্যাবর্তন নাট্য গোষ্ঠীর 'প্রবাসী' নাটক,নির্দেশনায় অনিমেষ তরফদার। ২য় নাটক থিয়েটার পুষ্পকের 'যাঃ সব ভণ্ডুল', পরিচালনায় আলোকপর্ণা গুহ। ৩য় নাটক - নাটুয়া নাট্যদলের 'বোধ', নাট্যকার ও নির্দেশক পলাশ ব্যানার্জী। ২৩ মার্চ, শনিবার মঞ্চস্থ হয় - মঞ্জু ড্রামা সেন্টারের 'বৃদ্ধাশ্রম', নাট্যরচনা সুজিত বাগচী ও নির্দেশনা তাপস ব্যানার্জী। ২য় নাটক - আয়োজক সংস্থার 'সুন্দর', নাট্যরচনা মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও পরিচালনা বিভাস সরদার। ৩য় নাটক - গোলপাতা থিয়েটার দলের 'দ্রিঘাংচু', নাট্যকার দীপক নায়েক ও পরিচালনা সীতাংশু মণ্ডল। এবং ২৪ মার্চ, রবিবার নাট্যদল ও দর্শক-শ্রোতার মধ্যে থিয়েটার বিষয়ে উৎসাহ জাগাতে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিষয় ছিল - সমাজ ও মানস গঠনে থিয়েটারের ভূমিকা শুধুই বিনোদন নয়। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন - নাট্য নির্দেশক সুশান্ত মজুমদার, পুতুল নাচ বিশেষজ্ঞ ড. প্রদীপ সরকার ও নাট্য নির্দেশক শুভাশিষ ব্যানার্জী। এদিন মঞ্চস্থ হয় - শ্রুতি নাটক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাউল', পরিচালনায় অসীম কুমার মণ্ডল। ২য় নাটক মালঞ্চ অয়নের 'সামাজিক অসামাজিক', নাটক ও প্রয়োগে প্রদীপ চক্রবর্তী। ৩য় নাটক - আয়োজক সংস্থা দঃ চঃ পঃ ফিল্ম এ্যান্ড থিয়েটার সোসাইটির 'বিফলে মূল্য ফেরত', ফ্রিঞ্জ করিন্থির নাটিকা অবলম্বনে, নাট্যরূপ সমীর দাশগুপ্ত ও পরিচালনা সুরঞ্জন প্রামানিক। সমগ্র সঞ্চালনায় ছিলেন ভানু দত্ত। এবং নাট্যোৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন গৌতম নস্কর।

ফাগুনের রঙে রঙিন বসন্ত উৎসবের উদযাপন হল শ্যামবাজারে

নিজস্ব সংবাদদাতা -- সকাল থেকে রাত অবধি নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শনিবার শ্যামবাজারের কাঁটাপুকুর মাঠে আয়োজিত হল বসন্ত উৎসব।কলকাতার ইট কাঠ পাথরের শহরে কোকিলের কুহু ডাক শোনা যাক বা না যাক বরাবরের মতোই বসন্ত বরণের বাদ্য বেজে উঠেছে কলকাতার বুকে।শ্যামবাজারের বুকে ঋতুরাজ বরণের সেই উৎসবে মাতিয়ে তুললেন কণ্ঠ নৃত্যশিল্পী এবং যন্ত্রীরা। এই উৎসব উদযাপনে শামিল হতে এসেছিলেন সাংস্কৃতিক কর্মীরা, ছিলেন ছাত্র যুব তরুণ-তরুণী থেকে নানা বয়সের মানুষ।আয়োজক সংগঠন উই আর দা কমন পিপল এর তরফ থেকে সম্পাদক শুভজিৎ দত্তগুপ্ত জানান ,এই উৎসবের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বসন্তের উদযাপন চলছে পাশাপাশি আমরা

সচেষ্ট যাতে নতুন শিল্পীরা একটা বড় প্ল্যাটফর্ম পায় তাদের শিল্প প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য।আগামী সময় আমরা চেষ্টা করবো শিল্পকলার অন্যান্য মাধ্যম মাইম থেকে শুরু করে চিত্রশিল্প অবধি সমস্ত কিছুকেই এই উৎসবের মধ্যে নিয়ে আসতে।
বিগত বেশ কিছু সময় ধরে এই উত্তর কলকাতায় এই উৎসবের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল কবিগুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।রবীন্দ্রভারতীর ওই অনুষ্ঠান সাধারণ জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ হওয়ার পর থেকেই শ্যামবাজারের শুরু হয় বসন্ত উৎসব। উই আর দা কমন পিপল এর উদ্যোগে শ্যামবাজারে এ বছরও আয়োজিত হল বসন্ত উৎসব। এই বছর তাদের সেই উদ্যোগে সামিল হয়েছিল বিভিন্ন ফেসবুক পেজের সদস্যরা তাদের মধ্যে ছিল স্ফুলিঙ্গ কলাকেন্দ্র, অনুরণন,দ্য লস্ট স্টোরি ,পাঁচ মেশালী গোধূলি লগ্ন ,দূরবীন ,চুপ এন্ড ডু , হেসে গড়াগড়ি ,প্রিয় রসগোল্লা , ইন্ডিয়ান মিউজিক একাডেমি সহ বিভিন্ন ফেসবুক পেজ ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরা। মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজের সন্নিকটে কাটাপুকুর মাঠে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দর্শকের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

শিক্ষায় অলিম্পিয়াড পুরস্কারের সম্মান পেল বর্ধমানের ছাত্রী জেরিন জিলানী

নিজস্ব সংবাদদাতা,বর্ধমান -- রাজ্য পর্যায়ের মেধা অন্বেষণ পুরস্কার পেল বর্ধমানের ছাত্রী জেরিন জিলানী। এই নিয়ে তৃতীয় বারের জন্য সে ওই শিরোপা পেয়েছে। জেরিন বর্ধমান শহরের মিউনিসিপ্যাল গার্লস হাই স্কুলের পড়ুয়া। বর্তমানে নবম শ্রেণির ওই ছাত্রীকে পুরস্কার ও সাম্মানিক দিয়েছে বিদ্যালয় শিক্ষা উন্নয়ন মিশন। কলকাতায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতি বছর বিদ্যালয় শিক্ষা উন্নয়ন মিশনের পরিচালনায় রাজ্য পর্যায়ে মেধা ভিত্তিতে অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনলাইনে সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ওই প্রতিযোগিতায় জেরিন জিলানী প্রথমে চতুর্থ শ্রেণী,তারপর সপ্তম শ্রেণীতে এবং গতবার অষ্টম শ্রেনীর ছাত্রী হিসাবে ওই অলিম্পিয়াডে অংশ নেয়।তার মধ্যে গতবার সে রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছিল। এবছর সে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। তবে পূর্ব বর্ধমান জেলায় সে প্রথম হয়েছে।এবছর ক্লাস ভিত্তিক মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান পাবার পর কলকাতার অনুষ্ঠানে পুরস্কার পেল।রবিবার ১৭ মার্চ ইউনিভার্সিটি

ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে পুরস্কার হিসাবে মেমেন্টো,বই, সাম্মানিক, শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার পাবার পর জেরিনের বাবা পেশায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী রবিউল জিলানী বলেন, মেয়ের পড়াশোনা নিয়ে কোন আপোষ করা হয় না। কম্পিউটার থেকে শুরু করে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা তাকে দেওয়া হয়। এছাড়াও জেরিনের মা নাজিরা জিলানী মন্ডল শিক্ষিকা। তার কাছে এবং বিদ্যালয়ের অনান্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাহায্য পেয়ে এতবড় সাফল্য এসেছে বলে দাবি তার বাবার। আগামী দিনেও এই প্রতিযোগিতায় সে বসবে বলে

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন সেলফি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় - আজাহার মল্লিক,বাড়ি - হারপুর,ধনিয়াখালি, হুগলি।

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন সেলফি প্রতিযোগিতায় তৃতীয় - রিয়া বিশ্বাস,বাড়ি -যশড়া বিশ্বাস পাড়া, চাকদা,নদীয়া।

সপ্তগ্রাম বিধানসভা এলাকায় জনসংযোগে হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি।

সপ্তসিন্ধু জয়ের লক্ষ্যে নিউজিল্যান্ডে পাড়ি দিল পূর্ব বর্ধমানের "জলকন্যা" সায়নী

আমিনুর রহমান,বর্ধমান - সাঁতারে একের পর এক আন্তর্জাতিক শিরোপা জয় করে বাংলার গৌরব সায়নী দাস।পূর্ব বর্ধমানের কালনার বাসিন্দা সায়নীর লক্ষ্য এখন সপ্তসিন্ধু জয়।তাই এবার কুক স্ট্রেট প্রণালী পার হতে নিউজিল্যান্ডে পাড়ি দিল কালনার 'জলকন্যা' নামে খ্যাত সায়নী দাস। নিউজিল্যান্ডে এখন কনকনে ঠান্ডা। কোথাও কোথাও মাইনাস ডিগ্রি। তাকে উপেক্ষা করেই অনুশীলন করছে সায়নী। জানা গেছে,আজ কালের মধ্যে কিংবা এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে নিউজিল্যান্ডের উত্তর ও দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জকে পৃথক করা কুক স্ট্রেট প্রণালী জয়ের লক্ষ্যে জলে নামবে সায়নী। তার ওই জয়ের জন্য প্রার্থনা করছেন পরিবার, শুভানুধ্যায়ী ও কালনার বাসিন্দারা ।

কালনা শহরের বারুইপাড়ায় বাড়ি সায়নীর। ছোট থেকেই সাঁতারে আগ্রহ। পাড়ার পুকুর, কখনও গঙ্গায় ও সাধারণ সুইমিং পুলে সাতার কেটে ২০১৭ সালে জয় করে

ইংলিশ চ্যানেল। কিন্তু তার প্রতিজ্ঞা সপ্তসিন্ধু জয়ের। সেই লক্ষ্যে কঠোর অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে ২০১৮ সালে অষ্ট্রেলিয়ার রটনেস্ট চ্যানেল পার হয়। তার পর একে একে সাঁতারে সাফল্য। ২০১৯ সালে আমেরিকার ক্যাটালিনা জয়, ২০২২ সালে এশিয়ার প্রথম মহিলা সাতারু হিসেবে আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মলোকাই চ্যানেল জয় করে দেশের জাতীয় পতাকা তুলে ধরে মার্কিন মুলুকে। এবার সে বিপদ সঙ্কুল নিউজিল্যান্ডের কুক স্ট্রেট প্রণালী পার হওয়ার অঙ্গীকার করেছে। এর জন্য নিউজিল্যান্ড পাড়ি দেয় সে। সম্ভবত, আজ ৩০ মার্চ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে কুক স্ট্রেট প্রণালী জয়ে নামবেন।

নিউজিল্যান্ডে পৌছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। তীব্র ঠাণ্ডার সঙ্গেই এই প্রণালীতে বহু বিপদের ঝুঁকি রয়েছে। হিংস্র হাঙ্গরের আনাগোনা...প্রবল ঝড়ো হাওয়া সহ আরও কতকিছু! সায়নীর বাবা প্রাক্তন প্রাথমিক শিক্ষক রাধেশ্যাম দাস ও মা গৃহবধূ রুপালি দাস মেয়ের সঙ্গে গেছেন। মেয়েকে সাহস জুগিয়ে যাচ্ছেন। কালনার বাসিন্দারা ক্রীড়া অনুরাগীরা বলছেন,ওর মধ্যে কঠোর পরিশ্রম করার শক্তি রয়েছে। অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে তৈরি করেছে। অদম্য ইচ্ছা শক্তি ও অনুশীলন ওকে জয়ের লক্ষ্যে পৌছে দেবে।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

বলে একই রেকর্ড বেজে চলেছে।সমস্যার সমাধান আর হচ্ছে না,অভিযোগ। নির্বিকার জিও কর্তৃপক্ষ।

● পশ্চিমবঙ্গের নতুন ডিজিপি হলেন সঞ্জয় মুখার্জি।

● বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশে ৭ দফায় লোকসভা নির্বাচন। শুরু ১৯ এপ্রিল, শেষ ১ জুন। হুগলি, শ্রীরামপুর,আরামবাগে ২০ মে ,বর্ধমান পূর্ব,বর্ধমান-দুর্গাপুরে ১৩ মে। ভোট গণনা ৪ জুন।

● ফের ফুল বদল ! বিজেপিতে যোগ দিলেন অর্জুন সিং।

● বিজেপিতে যোগ দিলেন তমলুকের তৃণমূল সাংসদ তথা শুভেন্দু অধিকারীর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারী।

● শিপতাই বিবেকানন্দ গ্রামীণ সেবা সংঘের পরিচালনায় সৃজনী উপলক্ষ্যে ২২ থেকে ২৪ মার্চ তিনদিন ব্যাপী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির,যুব সম্মেলন, হস্তশিল্প ও চিত্র প্রদর্শনী এবং অঙ্কন, নৃত্য, সঙ্গীত, আল্পনা, আবৃত্তি, স্বদেশ মন্ত্র, কুইজ সহ একাধিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

● প্রয়াত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজ। বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। মঙ্গলবার রাত ৮ টা ১৪ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

● আপনি আমি ব্যাংকে ৫০ হাজার টাকা জমা করতে গেলে কত ফিরিস্তি ,আর নির্বাচনী বন্ডে বিজেপিকে ৪৬৬ কোটি টাকা কে দিল তার তথ্য নেই ব্যাংকের কাছে,ভাবা যায় !

● কৃষ্ণনগরের রাজপরিবারের সদস্য বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায় বলছেন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হারাতে ব্রিটিশদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ! মীরজাফর তাহলে একা নয় !

● কংক্রিটের ব্রিজ ও রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন মেমারির দিলালপুর গ্রামের বাসিন্দারা।

জীবন যুদ্ধে টিকে থাকতে ট্রেনে কীর্তন করছেন দু'হাত কাটা প্রশান্ত !

নিজস্ব সংবাদদাতা -- ইচ্ছেশক্তির জোর থাকলে কোনও কিছুই বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তা ফের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন সাঁইথিয়ার প্রশান্ত দাস। স্থানীয়রা তাকে অবশ্য হাত কাটা মামু বলতেই পছন্দ করেন। জন্মান্ধ থেকেই সব কিছু আর পাঁচটা মানুষের মত স্বাভাবিক থাকলেও ক্লাস সিক্সের পর থেকেই জীবনে ঘটে বড়সড় বিপত্তি। কাঁধের দু'পাশ থেকে দুটো হাত নেই। এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও হার মানেননি প্রশান্ত। জীবন যুদ্ধে টিকে থাকতে কাটা হাত নিয়ে রোজগার করছেন তিনি। বীরভূমের সাঁইথিয়া শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রশান্ত দাস। প্রতিবন্ধকতাকে জীবন যুদ্ধের লড়াইয়ে কখনও জিততে দেননি। শুধুমাত্র দুটো অন্ন সংস্থানের জন্য নিজের জীবনের কঠিনতম অবস্থা থেকেও এক কঠিন কাজ বেছে নিয়েছেন তিনি। কাটা হাতের অবশিষ্টাংশে একটি বালা পরে কাঁসর বাজিয়ে ট্রেনে কীর্তন গেয়ে উপার্জন চালাচ্ছেন তিনি। তবে প্রশান্তের জীবন কাহিনী সিনেমার প্রেক্ষাপটকেও হার মানাবে। প্রথম থেকেই যে তার হাত দুটি কাটা বা হাত

নেই সেটা কিন্তু নয়। তবে কিভাবে ঘটল এই বিপত্তি ? এই বিষয়ে প্রশান্ত দাস জানান,তিনি যখন ক্লাস সিক্সে পড়তেন সেই সময় স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে তিনি দেখতে পান রাস্তার মধ্যে একটি ইলেকট্রিক তার ছিঁড়ে পড়ে আছে। ছোট্ট সেই বয়সে তিনি অনুভব করেন যে এই ইলেকট্রিক তার অন্য কারো হাতে বা পায়ে লাগলে বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে। আর সেই কারণেই অবুঝ মনে সেই ইলেকট্রিক তারটিকে তিনি পায়ে করে সরাতে গেলে তারের মধ্যে হাত পড়ে যায়। আর সেখানেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলে বাড়ির লোকজন তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকরা দেখেন তার হাতের অবস্থা খারাপ। তার দুটি হাত কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তারপর থেকে শুরু তার জীবন যুদ্ধ। তবে বিশেষভাবে সক্ষম বলে যে তার পাশে পরিবারের লোকজন ছিল না সেটা নয়। বাড়ির লোক জনের সহযোগিতায় তিনি ধীরে ধীরে সেই দুর্ঘটনা ভুলে স্বাভাবিক হন। বড় হওয়ার পর তার বাবা-মা তার বিয়ে দেন। তারপর থেকে তার স্ত্রী তার ছায়াসঙ্গী হয়ে রয়েছে। বর্তমানে প্রশান্তের বাড়িতে রয়েছে তার স্ত্রী,তার মা,বাবা এবং তার একটি ছোট ছেলে এবং একটি মেয়ে। ট্রেনের মধ্যে কীর্তন গেয়ে কোনো কোনো দিন তিনি তিনশো থেকে চারশো টাকা আবার কখনও কখনও এক হাজার টাকা পর্যন্ত উপার্জন করেন। সকালে উঠে তিনি খাওয়া-দাওয়া সেরে হাতে বালা পড়ে কাঁসর নিয়ে বেরিয়ে পড়েন স্টেশনে। সেখান থেকে বিভিন্ন ট্রেনে চেপে তিনি এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ঘুরে কীর্তন গেয়ে উপার্জন করে নিজের সংসার চালাচ্ছেন।

ধনেখালিতে ভোটের প্রচারে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রচনা ব্যানার্জি।

বর্ধমান- দুর্গাপুর আসনে প্রচার তুঙ্গে বামেদের

(প্রথম পাতার পর)

বাঁচানোর ডাক দেওয়া হয়। ছাত্র,যুব, মহিলাদের হাঁটতে দেখা যায় মিছিলে। একসময়ের বাম দুর্গ হিসাবে পরিচিত শস্যগোলা বর্ধমানের কৃষি সমৃদ্ধ এলাকা এবং অন্যদিকে দুর্গাপুর মহকুমার শিল্প তালুকের সমগ্র অংশ এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কৃষি এবং শিল্প - এই দুইয়ের মেলবন্ধনে থাকা এই আসন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এক সময় এখানে বামেদের শক্তি অপ্রতিরোধ্য ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে বামেরা। যদিও বর্ধমান এবং দুর্গাপুরে বামেদের মিছিল মিটিংয়ে পুনরায় বাম সমর্থকরা ফিরে এসেছেন। রাজনৈতিক মহল এক সময় বলেছিল যে, ' বামের ভোট রামে গেল 'অর্থাৎ লাল পতাকার সমর্থকরা কোথাও যেন এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করার জন্য বিরোধী গেরুয়া শিবিরের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। এখন বর্ধমান- দুর্গাপুর লোকসভা আসনের সিপিএমের প্রার্থী শিক্ষাবিদ সুকৃতি ঘোষালের সমর্থনে বামেদের ভোট কতটা ফিরে আসে সেটাই এখন দেখার। এদিকে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এবার বর্ধমান - দুর্গাপুর লোকসভা আসনে প্রার্থী না দিয়ে সর্মথনের কথা জানিয়েছে। যদিও এখনই তারা প্রচারের ময়দানে নেই। সর্বভারতীয় কংগ্রেস সদস্য তথা রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক তরুণ নেতা অভিজিৎ ভট্টাচার্য সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, দলীয় নির্দেশ মেনে আগামী দিনে আমাদের কর্মসূচি ঘোষণা হবে। তিনি বলেন, আমরা জাতীয় কংগ্রেসের অনুগত সৈনিক। সমস্ত দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যাব। সবে বামেদের প্রার্থীর নাম চুড়ান্ত হয়েছে। কংগ্রেস এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করলেও সিপিএম প্রার্থীর হয়ে কংগ্রেস যে নীতি নির্ধারণ করবে সেটাই মেনে চলার চেষ্টা করবো। অভিজিৎ ভট্টাচার্য বলেন,সিপিএম প্রার্থীকে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে চেনেন। সমাজের মেরুদন্ড সোজা করে শিক্ষকরা, তাই উচ্চ শিক্ষিত সুকৃতি ঘোষালের সমাজে গ্রহনযোগ্যতা আছে নিঃসন্দেহে। এক্ষেত্রে লড়াই জমে উঠতে পারে বলে দাবি ওই কংগ্রেস নেতার।

সর্বভারতীয় গেট পরীক্ষায় প্রথম

(প্রথম পাতার পর)

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হয়। স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শেষ করার পর ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনে চাকরি করে পাঁচ বছর। তবে প্রথম থেকেই শিক্ষকতার ইচ্ছা থাকায় ছেড়ে দেয় কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি। এর পর বিষ্ণুপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষকতার চাকরিতে যোগ। এখানেই চাকরিরত অবস্থায় উচ্চশিক্ষার জন্য বসে গেট পরীক্ষায়। আর সেখানেই আসে সর্বোচ্চ সাফল্য। এর মধ্যে চলে আসে মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোয় কাজ করার সুযোগ। সেটাও প্রত্যাখ্যান করে রাজা। চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত 'গেট' পরীক্ষায় বসে সে। মার্চ মাসে এই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। সেখানেই প্রথম স্থান অধিকার করেছে রাজা। তার এই সাফল্য সম্পর্কে রাজা মাজি জানিয়েছে, ' ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করার পর চাকরি করার ইচ্ছা কোনওদিনই ছিল না। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনে পাঁচ বছর চাকরি করার পরেও মনে হয়েছিল এই কাজ আমার জন্য নয়। শুধুমাত্র উচ্চ শিক্ষার জন্যেই গেট পরীক্ষা দিয়েছি। উচ্চশিক্ষা শেষ হওয়ার পর শিক্ষকতাতেই থাকব।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com